বরুণ ও হরিশচন্দ্রের কথোপকথন

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে রাজসূয়যাগের বর্ণনার ফাঁকে শুনঃশেপোপাখ্যান নামে যে কাহিনীটির উপস্থাপনা করা হয়েছে তার অন্তর্গত বরুণ ও হরিশ্চন্দ্রের কথোপকথন অংশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় | প্রকৃতপক্ষে এই কথোপকথন অংশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় | প্রকৃতপক্ষে এই কথোপকথন অংশের মাধ্যমেই কাহিনীটির সূচনা | পুত্রকামী হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞা, অথচ পুত্রলাভের পর স্নেহার্ত পিতৃহৃদয়ের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞাপূরণে অপারগতা - এই দ্বন্দের টানাপোড়েনে কাহিনীর এই অংশটুকু চমত্কার হয়ে উঠেছে |
কাহিনীর প্রারম্ভে অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রকামনাকে কেন্দ্র করে | ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র শতপত্নীপরিবৃত হয়েও পুত্রহীন ছিলেন | তাঁর গৃহে নারদ-নামক এক ঋষি ছিলেন | তাঁর উপদেশানুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবতার নিকটে পুত্রলাভরূপ বর প্রার্থনা করলেন | বরুণদেবতার বরে তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করলে সেই পুত্রকে উত্সর্গ করে বরুণের উদ্দেশ্যে যাগ সম্পাদন করবেন বলে রাজা প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হলেন | বরুণের অনুগ্রহে যথাকালে রাজার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল এবং রাজা তার নাম রাখলেন রোহিত | হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বরুণদেব রাজার নিকটে এসে ঐ পুত্রকে উত্সর্গ করে তাঁর উদ্দেশ্যে যাগ করবার কথা রাজাকে মনে করিয়ে দিলেন | রাজা বললেন যে জন্মের পর দশদিন পর্যন্ত প্রাণীর অশৌচদশা থাকে | দশদিন অতিক্রমে হলে অশৌচন্তে প্রাণী যাগযোগ্য হয়, সুতরাং তিনিও দশদিন পরে যাগানুষ্ঠান করবেন | দশদিন পরে বরুণ পুনরায় এক ই উদ্দেশ্যে আগমন করলে হরিশ্চন্দ্র বললেন যে দন্তোত্পত্তি না হলে প্রাণীর

অবয়বসংপূর্ত্তি হয় না এবং অবয়বসংপূর্ত্তি না হলে প্রাণী মেধ্য হতে পারে না | সুতরাং পুত্রের দন্তোদ্গম হলে তবেই তার দ্বারা যাগ করা সম্ভব | এক ই রকমভাবে পুত্রের দন্তোদ্গমের পর বরুণ পুনরায় আগমন করলে হরিশ্চন্দ্র তাঁকে বললেন যে শিশুর প্রথম যে দন্তোদ্গম হয় তা অস্থায়ী এবং সে কারণে তার দ্বারা পশুর অবয়বসংপূর্ত্তি হয় না বলে সেই পশু যাগযোগ্য হতে পারে না | পশুর প্রথমোত্পন্ন দন্তগুলি উত্পতিত হয়ে পুনরায় যে স্থায়ীদন্ত উত্পন্ন হয় তার দ্বারাই পশু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন ই সে যাগে উত্সর্গযোগ্য হয় |
অতঃপর যথাকালে হরিশ্চন্দ্রপুত্র রিহিতের শিশুকালের দাঁতগুলি উত্পাটিত হয়ে পুনরায় দন্তোদ্গম হল | তখন পুনরায় হরিশ্চন্দ্রের কাছে আগমন করে বললেন - " এখন তুমি এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে যাগসম্পাদন কর |" কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বরুণকে বললেন যে দ্বিতীয়বার দন্তোদ্গমের পর প্রাণী শারীরিকভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং তখন তাকে যাগে উত্সর্গ করা যায় একথা সত্য হলেও তাঁর পুত্র অর্থাত রোহিত ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের স্বস্বজাত্যুচিত অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষাদি সম্পূর্ণ না হলে পরিপূর্ণতাআসে না | অতএব রোহিতের অস্ত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ হলে তাকে উত্সর্গ করে যাগ সম্পাদন করাই শ্রেয় | হরিশ্চন্দ্রের বচন স্বীকার করে বরুণ রোহিতের অস্ত্রবিদ্যা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এবং তারপর যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত রোহিতকে উত্সর্গ করবার জন্য হরিশ্চন্দ্রকে বললেন তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁর কথা স্বীকার করে নিলেন এবং পুত্রকে ডেকে বললেন যে বরুণের বরে যেহেতু তিনি রোহিতকে লাভ করেছেন, অতএব ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে বরুণদেবতার উদ্দেশ্যে রোহিতকে উত্সর্গ করে যাগ সম্পাদন করতে হবে | পিতার কথায় অসম্মত রোহিত আত্মরক্ষার জন্য ধনুর্বাণ গ্রহণ করে পিতৃত্যাগ করে

অরণ্যে প্রস্থান করলেন এবং সেখানেই তিনি এক বত্সর ধরে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন |